খ্রীষ্টিয় প্রভুর ভোজ (১ করি ১০-১১; মথি ২৬)
খ্রীষ্টের শরীর এবং রক্তে অংশগ্রহণ যতদিন না পর্যন্ত তিনি ফিরে আসেন

২৪৯. রাতের আহারের পর যীশু রুটি নিলেন, ধন্যবাদ সহকারে ভাঙ্গলেন, আর তাদেরকে তা দিয়ে বললেন, "এই নাও, খাও, ***এই আমার শরীর যা তোমাদেরকে দেয়া হলো:*** ইহা আমার স্মরনে করো"। এই ভাবে তিনি পেয়ালা নিলেন এবং ধন্যবাদ সহকারে বললেন, তোমরা সকলে ইহা থেকে পান কর; কারণ ইহা ***আমার নূতন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্য পাপমোচনের নিমিত্ত পতিত হয়,*** আমি তোমাদের বলছি ***এখন অবধি আমি এই দ্রাক্ষাফলের রস আর কখনও পান করব না, সেই দিন পর্যন্ত, যতদিন পর্যন্ত না ঈশ্বরের রাজ্য আসে।*** ইহা আমার স্মরনে করো, **যেহেতু যখনই তোমরা এই রুটি খাবে ও এই পেয়ালা থেকে পান করবে, প্রভুর আসার আগ পর্যন্ত তার মৃত্যুর কথা প্রচার করবে** (মথি ২৬; মার্ক ১৪; লূক ২২; ১ করি ১১; যির ৩১)।

২৫০. যীশু তার শিষ্যদের এই বলে সান্তনা দিলেন যে, ***তিনি তাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছেন,*** **আর তিনিই পথ, সত্য ও জীবন**। তাকে দেখা মানেই **পিতাকেও দেখা** কারন **তিনি পিতার মধ্যে আছেন এবং পিতা তার মধ্যে আছেন** । যারা তাকে বিশ্বাস করবে **তারা তার কাজগুলো করবে এমনকি তার থেকেও বড় বড় কাজ করবে,** যাতে করে পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হতে পারেন। যীশুকে ভালোবাসা মানে তার আজ্ঞা সকল পালন করা। তিনি পিতাকে ***সান্তনাদানকারী, সত্যের আত্মা পাঠাতে বলবেন,*** যাকে পৃথিবী গ্রহন করতে পারে না, কিন্তু তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন ও তাদের মাঝে সব সময় থাকবেন। খুব শীঘ্রই পৃথিবী তাকে দেখতে পাবেনা কিন্তু তার শিষ্যেরা তা পারবে। ***তিনি তার জীবন যাপন করেছেন এবং তারা তাদের জীবন যাপন করবে*** এবং বুঝতে পারবে যে **যীশু পিতার মধ্যে আছেন, তারা যীশুতে আছে ও যীশু তাদের মধ্যে আছেন**। যারা যীশুকে ভালোবাসবে পিতাও তাদেরকে ভালোবাসবেন, আর যীশু তাদের ভালোবাসবেন ও তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন। যীশুর নামে, পিতা **পবিত্র আত্মা** পাঠাবেন, যে যীশুর যা কিছু বলেছেন তা **তাদেরকে শিখাবেন ও মনে করিয়ে দেবেন**। তিনি তাদেরকে আপন শান্তি দিলেন, এবং বললেন যে কখনো দুশ্চিন্তা বা ভয় করোনা। তারা জেনে খুশি হবে যে তিনি আরো বড় দায়িত্বভার নেয়ার জন্য পিতার কাছে যাচ্ছেন। পৃথিবী জানতে পারবে যে **যীশু পিতা কে ভালোবাসেন এবং তিনি যা আদেশ করেছেন সে মতই কাজ করেছেন**। এরপর তারা গান গেতে গেতে জলপাই পাহাড়ের দিকে যেতে লাগলো (যোহন ১৪; মথি ২৬; মার্ক ১৪; লূক ২২; যোয়েল ২)।

২৫১. পথে, যীশু বললেন **তিনি প্রকৃত দ্রাক্ষালতা, শিষ্যরা তার শাখা** এবং **পিতা ফলবিহীন শাখাগুলো কেটে ফেলবেন** যাতে করে লতা ফলে পরিপূর্ণ হয়। লতার সাথে যুক্ত শাখাগুলো তাকে **আরো ফলে পূর্ণ করে,** যদি না করে তবে তা কেটে পুড়িয়ে ফেলা হয়। এতেই তার পিতা মহিমান্বিত হন যে তারা প্রচুর ফলে ফলবান হয়, আর তারা তার শিষ্য হবে। **যীশুকে তার পিতা যেমন ভালোবেসেছেন তিনি তার শিষ্যদের তেমনি ভালোবাসেন,** তাই তার আদেশ পালন কর যাতে তোমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হয়, যেভাবে যীশু তার পিতার আদেশ পালন করে তার ভালোবাসায় অবস্থান করলেন। **যীশু তাদের এই আজ্ঞা দিলেন যে তারা পরস্পর প্রেম করবে, যেমন তিনি তাদের নিজের জীবনের বিনিময়ে প্রেম করেছেন। তারা যদি তার কথার বাধ্য হয় তবে যীশু তাদেরকে তার বন্ধু বলেছেন** এবং তারা কখনোই চাকর নয়, কারন তিনি পিতার কাছ থেকে যা কিছু শিখেছেন তার সবটুকুই তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। তারা যীশুকে মনোনীত করেছে এমন নয়, কিন্তু তিনিই তাদেরকে ফলবান হওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। মনে রেখ তোমরা এই পৃথিবীর নও তাই এই পৃথিবী তোমাদের যীশুর নামের জন্য ঘৃনা করবে, যেভাবে তাকে এবং তার পিতাকে করেছিলো। যদি যীশু না আসতেন ও তাদের সাথে কথা না বলতেন এবং কাজ না করতেন তবে তাদের পাপ হতো না, কিন্তু ***পবিত্র আত্মা তার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন*** **আর শিষ্যেরাও দেবে** (যোহন ১৫)।

২৫২. লোকে তোমাদেরকে সমাজ থেকে বের করে দেবে এমন কি সময় আসছে যখন যে কেউ তোমাদেরকে মেরে ফেলে সে মনে করবে সে ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা-বলি উৎসর্গ করেছে। তার যাওয়া তাদের পক্ষে ভাল যাতে করে ***সহায় আসতে পারেন*** এবং তাকে বিশ্বাস না করার জন্য, পিতার কাছে যাবার **ধার্মিকতার** বিষয়ে, জগতের অধিপতীকে **দোষী** করার জন্য **পাপের** ***পৃথিবীকে দোষী করতে পারেন।*** পবিত্র আত্মা যখন নেমে আসবেন তিনি যীশুর কাছ থেকে যা পেয়েছেন তা সহ তাদের সত্যের পথে চলতে শিখাবেন এবং যীশুকে মহিমান্বিত করবেন যার কাছে পিতার কাছে যা রয়েছে তা আছে। ***কিছুদিন পরে তারা তাকে আর দেখতে পাবে না তারা কাদবে ও দুঃখ করবে কিন্তু জগৎ আনন্দ করবে এবং কিছুদিন পরে আবার যখন তারা তাকে দেখতে পাবে তাদের কষ্টগুলো পরম আনন্দে পরিণত হবে।*** **যীশুর নামে তারা যা চাবেন পিতা তাদেরকে তা দেবেন** এবং তাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হবে। পিতা তাদেরকে ভাল বাসেন, কেননা তারা যীশুকে ভাল বেসেছে এবং বিশ্বাস করেছে যে তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন কিন্তু এখন তিনি জগত ছেড়ে পিতার কাছে যাচ্ছেন। যীশু তাদের বললেন যে ***সময় আসছে যখন তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে কিন্তু পিতা তার সাথে আছেন।*** তিনি বললেন এটি এই জন্য যেন তাদের মাঝে শান্তি থাকে। **জগতে তারা কেশ পাবে, কিন্তু সাহস করতে হবে, কারন তিনি এ জগৎকে জয় করেছেন** (যোহন ১৬)।

২৫৩. কীদ্রোন স্রোত পার হবার আগে, যীশু স্বর্গের দিকে চেয়ে জোড়ে প্রার্থনা করলেন, এখন সময় উপস্থিত। তিনি পিতাকে **পৃথিবী শুরু হবার আগে যীশুর যে মহিমা ছিলো** তার উপস্থিতিতে পুত্রকে সেই মহিমায় মহিমান্বিত করতে বললেন, যেন তার পুত্র তাকে মহিমান্বিত করতে পারেন। যেমন তিনি তাকে মর্ত্যমাত্রের উপরে কর্তৃত্ব করতে দিয়াছেন **যেন তিনি যে সমস্ত তাকে দিয়াছেন তিনি তাদের অনন্ত জীবন দেন, যার অর্থ হলো পিতা এবং তিনি যাকে পাঠিয়েছেন সেই যীশুকে জানা**। পরে যীশু তার শিষ্যদের জন্য পবিত্র পিতার কাছে প্রার্থনা জানালেন যেন তিনি **পিতার নামের** শক্তিতে তাদেরকে **এই পৃথিবীর দুষ্টতা থেকে রক্ষা করেন,** যা যীশুকে দেয়া হয়েছে, এবং **তার সত্যের ভাষা দ্বারা তাদের পবিত্র করেন।** ***এই শিষ্যদের বার্তার মাধ্যমে যারা তাতে বিশ্বাস করবে*** যীশু তাদের জন্যও প্রার্থনা করলেন **যেন তারা পিতা ও পুত্রে এক সাথে ঐক্যে বাস করে** যেন পৃথিবী জানতে পারে যে পিতাই যীশুকে পাঠিয়েছেন। যীশু তাদের কাছে পিতার নাম জানিয়েছেন ও আরো জানাবেন যেন **যেই ভালোবাসা পিতা তার পুত্রকে করেছেন তা তাদের মধ্যেও থাকে এবং যীশুও তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারেন** (যোহন ১৭)।

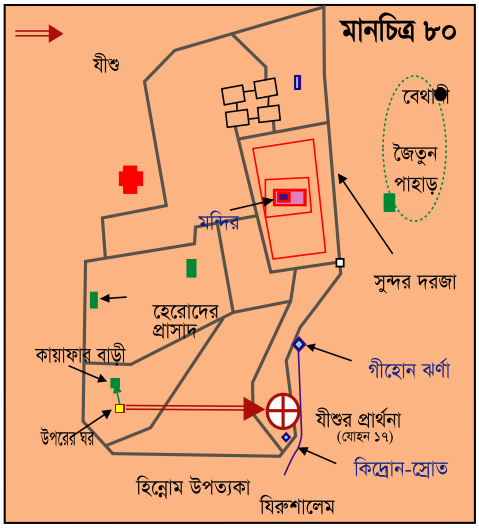

২৫৪. যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে গেৎশিমানী বাগানে বসে ছিলেন তখন তিনি পিতর, যাকোব এবং যোহনকে তাঁর সাথে নিয়ে গেলেন এবং জেগে থাকতে বললেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখার্ত ও ব্যাকুল ছিলেন, তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে পড়ে একাকী এই বলে প্রার্থনা করলেন যে তিনি মৃত্যু সময়কালীন দুঃখে ভরাক্রান্ত। তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, আব্বা, সম্ভব হলে এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও, কিন্তু **তা যেন তাঁর ইচ্ছায় না কিন্তু পিতার ইচ্ছায় হয়**। তখন এক দূত আসলেন এবং তাঁকে দিলেন যখন মর্মভেদী দুঃখে তাঁর ঘাম যেন রক্তের বড় বড় ফোঁটা হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। তখন যীশু উঠে শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং তাঁদেরকে বললেন প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড় কারণ **আত্মা ইচ্ছুক কিন্তু মাংস দূর্বল**। তখন তিনি আবার গিয়ে প্রার্থনা করলেন এবং আবার এসে দেখলেন, তাঁহারা আবার পরপর ২য়বার ঘুমিয়ে পড়েছেন কিন্তু এখন যিহূদা ফরীসী এবং প্রধান যাজকদের সৈন্য এবং কর্মচারীদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। যীশু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তারা কাকে খুজছে। তারা বলল নাসারতীয় যীশুকে, **যীশু বললেন আমিই সেই। তখন তারা সবাই মাটিতে পড়ে গেল।** তখন যীশু আবার তাঁর শিষ্যদের চলে যেতে বললেন। যিহূদা চুমু দিয়ে যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকন করলেন এবং পিতর মহাযাজকের দাস **মল্কর** কান কেটে ফেলল, কিন্তু যীশু *তাকে সুস্থ করলেন* এবং তখন যুবক **মার্ক** সহ *সকল শিষ্যরা পালিয়ে গেলেন* (মথি ২৬; মার্ক ১৪; লূক ২২; যোহন ১৮)।

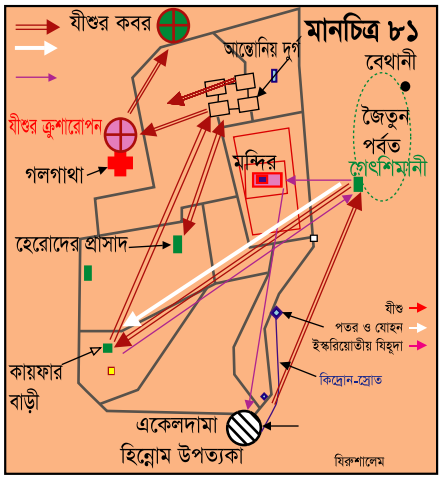

২৫৫. যীশুকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ এবং নির্যাতন করার জন্য কায়াফার শ্বশুর **হাননের** কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। কায়াফার কক্ষে বিচার হলো এবং মিথ্যা সাক্ষীরা **যীশু ৩ দিনের মধ্যে মন্দির ভেঙ্গে ফেলে আবার গড়ে তুলবেন এই কথা বলেছেন বলে তাঁকে দোষারোপ করল,** কিন্তু সাক্ষ্য ছিল বিভ্রান্তিকর। শেষ পর্যন্ত **বিচারকমন্ডলী** *যীশুকে মশিহ এবং মনুষ্যপুত্র যে মতায় আসবে, হওয়ায়* **তাঁর মৃত্যুর রায় ঘোষণা করলেন।** *পিতর এবং যোহন কায়াফার আদালতের বাইরে অবস্থান করছিলেন যেখানে পিতর যীশুকে চেনা সত্বেও ৩ বার তাঁকে অস্বীকার করলেন কিন্তু তারপর দৌড়ে চলে গেলেন এবং অনুশোচনা করলেন। ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা গভীর অনুশোচনা করল এবং আত্মহত্যা করল হকলদামায় তাকে কবর দেওয়া হলো, যা তার বিশ্বাসঘাতকতার ৩০ রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে কেনা হয়েছিল* (মথি ২৬-২৭; মার্ক ১৪; লূক ২২, যোহন ১৮; প্রেরিত ১; দান ৭)।

২৫৬. যীশুকে বিচারের জন্য রোমান দেশাধ্যক্ষ পন্তীয় পীলাতের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো যেখানে তিনি বললেন যে তিনি **স্বর্গের রাজা পৃথিবীর নয়** এবং **যারা সত্যের পথে আছে তারা সবাই তাঁর কথা শোনে**। পীলাত তাঁকে বললেন, সত্য কি? এবং তাঁর কোন দোষ খুজে পেলেননা, তা সত্বেও গালীলে সমস্যা সৃষ্টির কারণে তাঁর মৃত্যু দাবী করল। তাই তিনি যীশুকে যিরূশালেমে তিবিরীয় হেরোদরে কাছে পাঠিয়ে দিলেন, যিনি তখন গালীলের শাসক ছিলেন। হেরোদ যীশুর কাছ থেকে আশ্চর্য কাজ দেখতে চাইলেন। কিন্তু যীশু হেরোদকে উপেক্ষা করলেন এবং তাই তিনি চুপ করে থাকলেন এবং তাঁকে পিলাতের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, এ থেকে পিলাত এবং হেরোদ বন্ধু হয়ে গেলেন (মথি ২৭; মার্ক ১৫; লূক ২৩; যোহন ১৮-১৯)।

হাইপারলিংক - হকলদামা নরকে
এটি হকলদামার প্রত্নতাত্ত্বিক ছবি সংগ্রহ যেখানে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদাকে কবর দেওয়া হয়েছে এবং যার অবস্থান হিন্নোম উপত্যকায়
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Archaeology/akeldama.html

২৫৭. পিলাত যিহুদীদের বললেন যে **তিনি এবং হেরোদ উভয়েই যীশুর কোন দোষ খুজে পাননি** এবং নিস্তারপর্ব উপলক্ষে তাঁকে মুক্তি দিতে চান। পিলাতের স্ত্রী একটি খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং চাইলেন তিনি যেন যীশুকে ছেড়ে দেন, কিন্তু যিহুদীরা যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু চাইলেন এবং বদলে অপরাধী বারাব্বার মুক্তি চাইল। যখন যীহুদীরা বললেন যে **যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করেছেন** তখন পিলাত আলাদাভাবে যীশুকে তার আসল পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু যীশু নিরব রইলেন। পিলাত তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইলেন কিন্তু যিহুদারা বললেন এতে সীজারকে অমান্য করা হবে, তাই পিলাত যীশুর মৃত্যুর হুকমি দিলেন কিন্তু যখন যিহুদীরা দায়িত্ব নিলেন যখন তিনি হাত ধুয়ে এই কাজের দায় থেকে মুক্তি নিলেন (মথি ২৭; মার্ক ১৫; লূক ২৩; যোহন ১৮-১৯;)।

২৫৮. রোমান সৈন্যরা *যীশুকে নির্যাতন ও উপহাস করল* এবং তাঁকে কাটার মুকুট পরাল। তারা **কুরীণীয় শিমোনকে** ক্রুশ বহন কবার জন্য ধরল যখন যীশুকে গল্‌গথায় ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং মহিলারা যীশুর জন্য বিলাপ করছিল। কিন্তু ***তিনি তাদের এবং যিরূশালেমের প্রতি যা ঘটবে তার জন্য তাদের এবং তাদের সন্তানদের জন্য বিলাপ করছিলেন। যীশুকে*** সকাল ৯টার সময় দুপাশে *দুজন অপরাধী সহ ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সৈন্যরা তাঁর পোষাক গুলিবাঁট করে ভাগ করে নিল। যীশু প্রার্থনা করে বললেন "পিতা তাদের ক্ষমা কর: কারণ তারা জানেনা যে তারা কি করছে"।* আর পীলাত একটা ফলক লিখে ক্রুশের উপরে লাগিয়ে দিলেন যাতে বলা ছিল তিনি **যিহূদীদের রাজা**। যাজকেরা এবং অন্যান্যরা *যীশুকে উপহাস করল* কিন্তু ***যীশু একজন ক্রুশারোপিত দস্যু যে তাঁকে বিশ্বাস করেছিল তাকে বললেন যে সেও তাঁর সাথে স্বর্গে যাবে।*** ৩ ঘন্টা ক্রুশে থাকার পর **যীশু তাঁর মায়ের প্রতি যত্ন নিতে বললেন,** তখন **দুপুর থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকার হয়ে থাকল**। তখন যীশু চিৎকার করে বললেন *"ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ"* এবং *তাঁকে পিপাসা মেটানোর জন্য সিরকা দেওয়া হয়েছিল* যখন **লোকেরা আশা করছিল যে এলিয় আসবেন।** সবশেষে যীশু চিৎকার করে বললেন "সমাপ্ত হলো" এবং তাঁর আত্মা ঈশ্বরের হাতে সমর্পন করলেন, যীশু খ্রীষ্ট মারা গেলেন (মথি ২৭; মার্ক ১৫; লূক ২৩, যোহন ১৯; গীত ২২; যিশা ৫৩)।

হাইপারলিংক - যীশুর ক্রুশারোপনের উপর জুলিয়াস আফ্রিকানাস, তালুস এবং প্লিগন এর লেখা
প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ান ইতিহাসবিদ জুলিয়াস আফি"কানাস, তিনি ২০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক, তিনি যীশুর ক্রুশারোপনের সময়কার বিভিন্ন বিষয় যেমন ৩ ঘন্টার অন্ধকার, লিপিবদ্ধ করার সময় অন্য প্রাচীন লেখক যেমন তালুস এবং প্লিগন দ"ষ্টিভঙ্গি আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি দানিয়েল ৯:২০-২৭ পদের ভবিষ্যতবানী থেকে ক্রুশারোপনের সময়ের হিসাব করেছেন যা কিনা ভবিষ্যতবানী অনুসারে বাবিলের কাছে পারস্যের পন্ডিতদের যীশুর জন্মস্থান খুজে বের করার ঘটনার নির্দেশ করে যেখানে যীশুর সময়ে একটি বড় যিহুদী সম্প্রদায় বাস করত।
http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf06.v.v.xviii.html

২৫৯ রোমানরা দস্যুদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করার জন্য তাদের পা ভেঙ্গে দিল, কিন্তু *তারা যীশুর পাজরে বর্শা দিয়ে আঘাত করে ছিদ্র করল* কারণ তিনি ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন, এবং *রক্ত এবং জল বের হয়ে আসল।* তখন একটি ভূমিকম্প মন্দিরের মহাপবিত্র স্থানের পর্দা চিরে দিল এবং কবর গুলি খুলে গেল, তখন ক্রুশের কাছে থাকা একজন শতপতি এসব দেখে ভয় পেয়ে বলল, **সত্যিই, যীশু ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন**। সকলে তখন তাদের বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সেখান থেকে চলে গেলেন। অরিমাথিয়ার ধনবান যোষেফ এবং নীকদীম দ্রুততার সাথে *যীশুকে যোসেফের নিজস্ব নতুন কবরে কবরস্থ করলেন* এবং সূর্যাস্তের সময় এর পাথরের দরজা বন্ধ করলেন, যখন **যাজকেরা এবং ফরীসীরা পিলাতকে কবরটি বন্ধ করে দিতে এবং পাহার ব্যবস্থা করতে বললেন যেন যীশুর** শিষ্যরা তা চুরি করে নিয়ে না যেতে পারে এবং দাবী করতে পারে **তিনি তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে উঠে এসেছেন যেমন তিনি ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন** (মথি ২৭; মার্ক১৫; লূক ২৩; যোহন ১৯; সখরিয় ১২)।

যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং স্বর্গারোহণ

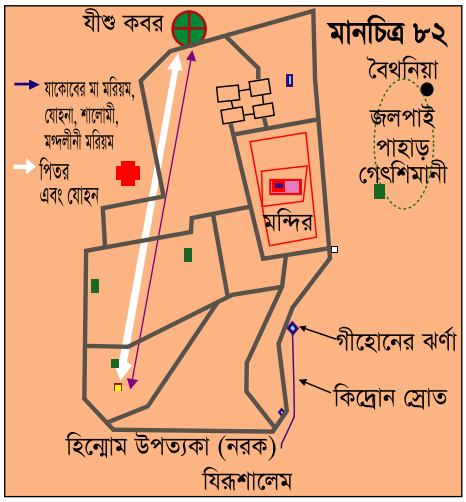

২৬০ তৃতীয় দিনে ভোর হবার আগে একজন উজ্জ্বল দূত কবর খুলে দিতে এবং পাহারাদারদের ভয় দিতে নামলেন। ভোরে মগ্দলীনী মরিয়ম , ছোট যাকোবের মা মরিয়ম, যোহানা এবং শালোমী পরিত্যাক্ত কবরে দুইজন দূতকে দেখতে পেলেন তাদেরকে *পিতর এবং শিষ্যদের গালীলে যীশুর সাথে দেখা করতে বললেন।* পিতর এবং যোহন খালি কবর দেখতে দৌড়ে গেলেন কিন্তু আশ্চর্য হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন, কারণ তারা তখন পর্যন্ত ভবিষ্যতবাণী বুঝতে পারেননি। *মগ্দলীনী মরিয়ম কবরের দাড়িয়ে একা একা কাঁদছিলেন এবং তখন যীশুকে দেখতে পেলেন* যাকে তিনি প্রথমে মালি ভেবে ছিলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত যীশু তাকে নামধরে ডাকলেন, এবং তিনি তাঁকে স্পর্শ করতে নিষেধ করলেন কারণ তখনও তিনি পিতার কাছে স্বর্গারোহণ করেননি। বদলে তিনি তাকে অন্যদের বলতে বললেন। **আমি আমার এবং তোমাদের পিতার কাছে, আমার এবং তোমাদের ঈশ্বরের কাছে স্বর্গারোহণ করব.** *এছাড়াও যীশু অন্যান্য যে সকল মহিলা তাঁর আরাধনা করত তাদের দেখা দিলেন* এবং তাদেরকে আবার বললেন *শিষ্যরা তাঁর সাথে গালীলে দেখা করবে।* অন্যদিকে, যাজকেরা কবর পাহাড়াদারদের টাকা দিল এবং তাদের পক্ষে দেশাধ্যক্ষের সামনে দাড়ানোর প্রস্তাব দিল যেন তারা বলে যে যীশুর শিষ্যরা রাতে তাঁর দেহ চুরি করে নিয়ে গেছে, এবং **এই গল্প যিহুদীদের ভিতরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগল** (মথি ২৮; মার্ক১৬; লূক ২৪; যোহন ২০;)।

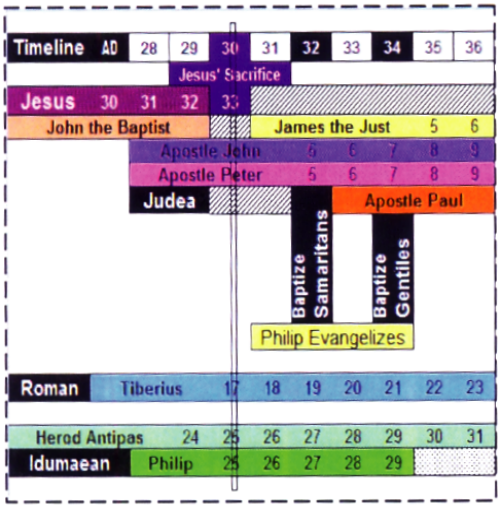

যীশু সম্পর্কে অসংখ্য ভবিষ্যবানীর কয়েকটি (এবং তার পরিপূরণ)

১. গীত ২ - তিনি হবেন ঈশ্বরের পুত্র (লূক ১)
২. তিনি হবেন অব্রাহমের বংশধর (গালা ৩)
৩. গীত ১৩২ - তিনি হবেন অব্রাহমের বংশধর (প্রেরিত ১৩)
৪. দান ৯ - তাঁর কর্মজীবনের সময়কাল (লূক ২)
৫. যিশা ৭ - তিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন (মথি ১, লূক ২)
৬. মিখা ৫ - তিনি বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করবেন (মথি ২)
৭. যির ৩১ - বৈৎলেহমের শিশুদের হত্যা করা হবে (মথি ২)
৮. হোশেয় ১১ - তাঁকে মিশরের বাইরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হবে (মথি ২)
৯. মালাখি ৩ - তিনি যোহন বাপ্তাইজকের পরে আসবেন (মথি ৩)
১০. যিশা ১১ - তিনি ঈশ্বরের আত্মায় অভিষিক্ত হবেন (মথি ৩)
১১. ২য় বিবরণ ১৮ - তিনি হবেন মোশির মতো একজন ভাববাদী (প্রেরিত ৩)
১২. গীত ১১০ - তিনি মল্কীষেদকের মতো একজন যাজক হবেন (ইব্রীয় ৫)
১৩. যিশা ৬১ - জনসমক্ষে তাঁর কাজের ধরণ (লূক ৪)
১৪. যিশা ৯ - তিনি গালীলে কাজ করবেন (মথি ৪)
১৫. সখরিয় ৯ - তিনি গাধার পিঠে চড়ে যিরূশালেমে প্রবেশ করবেন (মথি ২১)
১৬. মালাখি ৩ - তাঁর কার্যক্রম মন্দিরের সাথে সম্প"ক্ত হবে (যোহন ২)
১৭. যিশা ৫৩ - তিনি দরিদ্র এবং প্রতারণাহীন হবেন (মার্ক ৬, ১ পিতর ২)
১৮. যিশা ৫৩ - তিনি অন্যের জন্য দুঃখভোগ করবেন (মথি ২০,২৭)
১৯. যিশা ৫৩ - তিনি তাঁর হত্যাকারীদের জন্য বিনতি করেন (লূক ২৩)
২০. যিশা ৫৩ - তাঁর প্রহারে সুস্থ হবে (মার্ক ১৬)
২১. গীত ৭৮ - তিনি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেবেন (মথি ১৩)
২২. যিশা ৩৫ - তিনি আশ্চর্য কাজ করবেন (মথি ১১, যোহন ১১)
২৩. গীত ২২ - তিনি ভৎসনা এবং দুঃখভোগ করবেন (রোমীয় ১৫, লূক ২২)
২৪. গীত ২২ - তারা তাঁকে উপহাস করবে এবং গুলিবাট করে তাঁর পোষাক নিয়ে নেবে (মথি ২৭)
২৫. গীত ২২ - তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হবে এবং পরিত্যাগ করা হবে (মথি ২, যোহন ১৯)
২৬. গীত ২২ - তাঁকে সিরকা খেতে দেওয়া হবে (মথি ২৭)
২৭ গীত ২ - যিহুদী এবং বিদেশীরা তাঁকে আক্রমণ করবে (প্রেরিত ৪)
২৮. গীত ১১৮ - যিহুদী শাসকেরা তাঁকে পরিত্যাগ করবে (মথি ২১)
২৯. গীত ৪১ - তাঁর এক বন্ধু তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে (যোহন ১৩)
৩০. সখরিয় ১৩ - তাঁর শিষ্যরা তাঁকে পরিত্যাগ করবে (মথি ২৬)
৩১. সখরিয় ১১ - তিনি ৩০ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি হবেন (মথি ২৬)
৩২. সখরিয় ১১ - সেই মুদ্রা দিয়ে কুম্ভকারের জমি কেনা হবে (মথি ২৭)
৩৩. যিশা ৪২ - তিনি হবেন দয়ালু এবং ধৈর্য্যশীল (মথি ১২, ইব্রীয় ৪)
৩৪. গীত ৬৯, যিশা ৬৩ - তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে পরিত্যাগ করবে (যোহন ১,৭)
৩৫. যিশা ৮ - তিনি বাধার পাথর হবেন (রেমীয় ৯, ১ম পিতর ২)
৩৬. যিশা ৫০-৫৩ - তাঁকে আঘাত করা এবং ধাওয়া করা হবে (যোহন ১৯)
৩৭. যিশা ৫৩ - তিনি দুঃখে ধৈর্যশীল হবেন (মথি ২৬ - ২৭)
৩৮. যিশা ৫৩ - তাঁকে একজন আইনলঙ্ঘনকারী হিসাবে গন্য করা হবে (মার্ক ১৫)
৩৯. যাত্রা ১২, গীত ৩৪ - তাঁর কোন হাড় ভাঙ্গবেনা (যোহন ১৯)
৪০. সখরিয় ১২ - তাঁকে বিদ্ধ করা হবে (যোহন ১৯)
৪১. যিশা ৫৩ - তাঁকে ধনবানদের ভিতরে কবর দেওয়া হবে (মথি ২৭)
৪২. গীত ১৬ - তাঁর মাংস কোন দূর্নীতি দেখবেনা (প্রেরিত ২)
৪৩. গীত ১৬, যিশা ২৬ - তাঁর পুনরুত্থান (লূক ২৬)
৪৪. গীত ৬৮ - তাঁর স্বর্গারোহণ (লূক ২৪, প্রেরিত ১)
৪৫. গীত ১১০ - তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বসবেন (ইব্রীয় ১)
৪৬. সখরিয় ৬ - তিনি স্বর্গে একজন যাজক হবেন (রোমীয় ৮)
৪৭. যিশা ২৮ - তিনি গীর্জার কোনার পাথর হবেন (১ পিতর ২)
৪৮. গীত ২ - তিনি সিয়োনে শাসন করবেন (লূক ১, যোহন ১৮)
৪৯. যিশা ১১ - বিদেশীরা তাঁকে অনুসরণ করবে (প্রেরিত ১০)
৫০. গীত ৪৫ - তিনি ন্যায্য শাসন চালু করবেন (যোহন ৫, প্রকাশিত বাক্য ১৯)
৫১. গীত ৭২, দানিয়েল ৭ - তিনি সকল জাতিকে শাসন করবেন (ফিলিপীয় ২)
৫২. যিশা ৯, দানিয়েল ৭ - তাঁর রাজ্য চিরস্থায়ী (লূক ১)

২৬১. *যীশু ইম্মায়ূর পথে দুইজন শিষ্যর সাথে দেখা করলেন এবং খ্রীষ্ট সম্পর্কে ভবিষ্যৎবানী ব্যাখ্যা করতে করতে তাদের সাথে হাঁটলেন এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তাই কথা* অন্যদের *বলান জন্য তারা দৌড়ে গেলেন।* এরপর *তিনি পিতরকে দেখা দিলেন এবং নেই সন্ধ্যায় তিনি তাঁর শিষ্যদের সাথে* খেয়ে *প্রমান করলেন* যে তিনি **স্বশরীরে সেখানে আছেন,** এপর তিনি এরপর তিনি পবিত্র আত্মা গ্রহণ করার জন্য তাদের উপর ফু দিলেন। তাদেরকে অন্যের পাপ ধরে না রেখে ক্ষমা করতে হবে। কিন্তু থোমা সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন এবং ৮দিন পরে *গালীলে থোমার উপস্থিতিতে যীশু আবার শিষ্যদের দেখা* না দেওয়া পর্যন্ত তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন **"প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার"** (মার্ক ১৬; লূক ২৪; যোহন ২০; ১ করি ১৫)।

হাইপারলিংক - যিহোবা (উপাধি) ঈশ্বরের
http://www.newadvent.org/cathen/01146a.htm

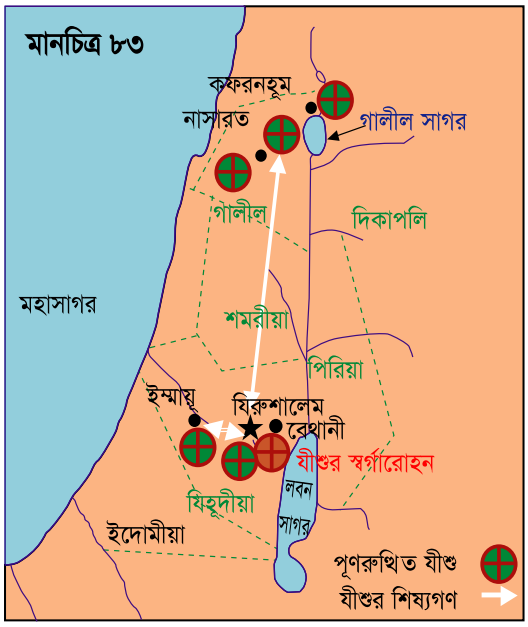

২৬২. গালীলের সমুদ্র সৈকত থেকে *যীশু পিতর, যাকোব, যোহন, থোমা এবং নথনেলকে* কিভাবে তাদের নৌকা থেকে আশ্চর্যভাবে মাছ ধরা যায় তা বলে ডাকলেন। তখন তিনি তাহাদের জন্য নাস্তা বানালেন, পিতর তাঁকে ভালবাসেন কিনা তা তিনবার জিজ্ঞাসা করে, প্রতিবার তাঁর **মেষদের খাবার দিতে বললেন।** তিনি *পিতরের মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন* কিন্তু যোহনের মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, এবং তাই গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে যোহনের মৃত্যু হবেনা। *এরপর যীশু শিষ্য এবং* **আরও ৫০০ জনের সাথে** গালীলের পাহাড়ে দেখা করলেন এবং তাদের বললেন **"স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা গিয়ে সব জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র অত্মার নামে তাদেরকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদেরকে যা যা আদেশ করেছি, সেই সমস্ত পালন করতে তাদেরকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"।** ***আর যারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাদের অনুবর্তী হবে; তারা তাঁর নামে ভূত ছাড়াবে, তারা নূতন নূতন ভাষায় কথা বলবে, তারা সাপ ধরলে এবং প্রাণনাশক কিছু পান করলেও তাতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না; তারা অসুস্থদের সুস্থ করবে*** (মথি ২৮; মার্ক ১৬; যোহন ২১; ১ করি ১৫; দানিয়েল ১২; প্রেরিত ৪)।

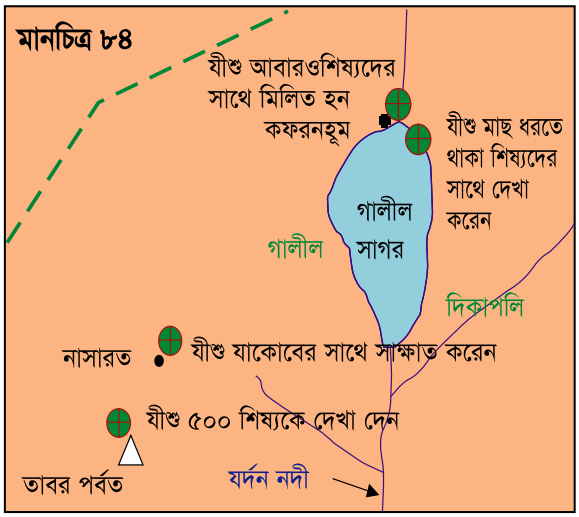

২৬৩. ***এরপর যীশু তাঁর ভাই যাকোব এবং অন্য সকল শিষ্যদের আবার দেখা দিলেন।*** সব মিলে **যীশু ৪০ দিন তাঁর শিষ্যদেন মধ্যে ছিলেন যখন তিনি তাদের ভাববাণী এবং ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন** এবং বলেছিলেন "এইকথা লেখা আছে যে ঃ *খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করবেন, এবং তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্যে থেকে উঠবেন,* আর ***তাঁর নামে পাপমোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সকল জাতির কাছে প্রচারিত হবে, যিরূশালেম থেকে শুরু করা হবে।*** তোমরাই এই সব কিছুর সাক্ষী। আমার পিতা যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা আমি তোমাদের কছে পাঠাচ্ছি; কিন্তু ***যে পর্যন্ত উপর থেকে শক্তি পরিহিত না হও, সেই পর্যন্ত তোমরা এই নগরে থাক।*** কারণ যোহন জলে বাপ্তাইজ করতেন বটে, কিন্তু ***অল্প দিনের ভিতর তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে*** (লূক ২৪; প্রেরিত ১; ১ করি ১৫; প্রকাশিত বাক্য ৭)।
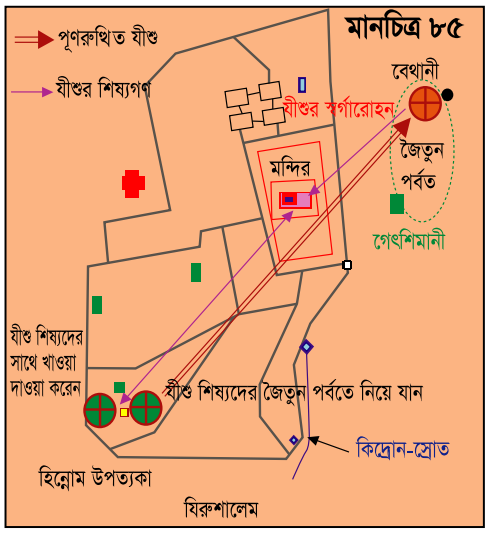
২৬৪. যখন *যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বৈথনিয়ার জলপাই পাহাড়ের কাছে গেলেন* তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে আনবেন"? তিনি তাঁদেরকে বললেন, **"যে সকল সময় কি কাল** পিতা নিজ কর্তৃত্বের অধীন রেখেছেন, **তা তোমাদের জানবার বিষয় নয়।** কিন্তু *পবিত্র আত্মা তোমাদের উপর আসলে তোমরা শক্তি পাবে; এবং তোমরা যিরূশালেমে, সমস্ত যিহূদিয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে"।* তখন তিনি তাঁর হাত উঠালেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ করলেন যখন **তিনি তাঁদের দৃষ্টিতে স্বর্গে নীত হইলেন,** এবং একটা মেঘ তাঁদের দৃষ্টিপথ থেকে তাঁকে আড়াল করল। তিনি যাচ্ছেন, আর তাঁরা আকাশের দিকে একভাবে তাকিয়ে আছেন, এমন সময়, হঠাৎ সাদা পোষাক পরা দুইজন দূত তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন; এবং বললেন, ***"এই যে যীশু তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে উপরে নীত হলেন, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, সেভাবে তিনি ফিরে আসবেন"।*** তখন শিষ্যরা যীশুর আরাধনা করলেন এবং মহানন্দে যিরূশালেমে ফিরে গেলেন এবং **নিরবিচ্ছিন্নভাবে মন্দিরে থেকে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে থাকলেন** (মার্ক ১৬; লূক ২৪; প্রেরিত ১)।